Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/126	Place(s) of Publication:	KHULNA.
		Year of Publication	1949
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	HARAN DAS.
Editor(s)		Size:	28 X 39 cms
		Condition:	Brittle
Title:	পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সমিতির মুখ পত্র	Volumes in record:	Archive has: No. 2 (18th January 1949).

কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজনীয় পুস্তক
বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ
—রবীন্দ্র গুপ্ত......দাম—।৹ আনা
প্রাপ্তিস্থান:
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রচার পত্র

শুধু সভ্যদের জন্য

সংখ্যা ২ | মঙ্গলবার, ৫ই মাঘ, ১৩৫৫, 18th January 1949 | মূল্য—এক আনা

বুধাখালীতে কংগ্রেসী পুলিশের গুলীতে আবার তিনজন নিহত

গত কয়েকদিন ধরিয়া কৃষকরা ধান কাটিয়া নিজ খামারে তুলিতেছে; প্রতিদিন ১৫০।২০০ কৃষকের মিছিল বাহির হয়। ৩০শে ডিসেম্বর বেলা ৪টায় প্রায় ১৫০ জন যখন মাঠে ধান তুলিতে থাকে তখন ৭ জন সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া কৃষক নেতা কুমেদ সাউকে গ্রেপ্তার করে। জনতা ইহাতে বাধা দেয়, কুমেদ সরিয়া পড়ে। মেয়েরা বন্দুক টানাটানি করে। জনতা শোভাযাত্রা করিয়া কিছুদূর গেলে পুলিশ ও নায়েব বিজয় ভট্টাচার্য্য গুলি ছুঁড়িতে থাকে। ৩ জন নিহত, ১৮ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

শহীদ স্মরণে—

* নীলকণ্ঠ সামন্ত (৪০)
* সুধীর ঘোড়ুই (২৫)
* সুরেন মণ্ডল (৪০)

আহতদের নাম: কাননবালা দাসী, লক্ষ্মী মাউটা, বিমলা দেওয়া, কুমেদ সাউ, সাগর বেরা, রাম মণ্ডল, বনমালী দাস, অনন্ত মণ্ডল, খগেন খোড়ুই, বিজয় জানা, মোহিনী ভূইঞা।

দুই হাজার ক্ষেতমজুরের ধর্ম্মঘট

গ্রেপ্তার ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

মেদিনীপুর জেলায়, চন্দ্রকোণা থানায়, ৭০টি গ্রামের দুই হাজার ক্ষেতমজুর মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন। আড়াই টাকা মজুরী তাঁহাদের দাবী। তাঁহারা কৃষক সমিতি ও ক্ষেতমজুর সমিতির লালঝাণ্ডার নীচে জনসভা করিয়া এই ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মঘট তিন সপ্তাহ চলিতেছে।

প্রথমদিকে জমির মালিক ও কংগ্রেসী বাবুরা বাহির হইতে সাঁওতাল মজুর আনিয়া স্থানীয় ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম ভাঙ্গিতে প্রয়াস পান। প্রথম দিনের শোভাযাত্রার ফলে বাহিরের ৬০ জন মজুর বাড়ী ফিরিয়া যায়।

তারপর দালাল, জমিদার ও বাবু গোষ্ঠী লাঠি সোটা লইয়া ধান কাটিতে যায়। ক্ষেতমজুর ও কৃষক সমিতির মেয়েরা মিছিল করিয়া তাহাদের আক্রমণ করায় সকলেই মাঠ ছাড়িয়া দৌড়াইয়া পলায়।

১৪ই ডিসেম্বর জমিদাররা টেলিগ্রাম করিয়া পুলিশ আনায়। দেড় হাজার মেয়ে পুরুষের একটি মিছিল বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে পুলিসের সম্মুখীন হয়। পুলিস ১৬ জনকে হঠাৎ লরীতে তুলিয়া লইয়া যায়।

তাহার পর প্রতিদিন ২৫০।৩০০ মজুর ও গরীব চাষীর মিছিল লালঝাণ্ডা লইয়া বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

১৭ই রাত্রে গ্রাম ঘিরিয়া হঠাৎ ১৬ জন কর্ম্মীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সময় স্থানীয় কংগ্রেসী-মধ্যবিত্তরা পুলিস-দলে থাকিয়া কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়ে।

তবুও ধর্ম্মঘট পুরাদমে চলিতেছে। ৮,০০০ বিঘায় সোনার ফসল এখনো মাঠেই পড়িয়া আছে। জমিদারের দল, কংগ্রেসীবাবু কিছু কিছু দালাল-গুণ্ডা সঙ্গে লইয়া ৬।৭ বিঘার ধান কাটিতে সক্ষম হইয়াছে।

গরীব ভাগচাষীরা মজুরদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ৮০ বিঘার ধান নিজ খামারে তুলিয়া আনিয়াছে।

ক্ষেত মজুররাও শ্লোগান দিয়াছে—ধান নষ্ট হইতে দিব না আমরা দল বাঁধিয়া ধান কাটিয়া ভাগচাষী ও মজুরদের ঘরে তুলিয়া ফেলিব। আড়াই টাকা মজুরী হিসাবে ঐ পরিমাণ ধান ক্ষেতমজুরদের মধ্যে দেওয়া হইবে।

পুলিস ইনস্পেক্টর ২৪শে ডিসেম্বর মেয়ে মজুরদের বলে—"ধান কাটিয়া মাড়াই করিবে চল"। মেয়েরা জবার দেয়—'এ মাসে নয়'।

চন্দ্রকোণার ক্ষেতমজুর লড়াইকে সফল করিতে হইলে প্রতি অঞ্চলে মজুরদের ধর্ম্মঘট করিতে হইবে ভাগচাষীদের নিজ খামারে ধান জমা করিতে হইবে।

কংগ্রেসী সরকারের দমননীতির কবলে পশ্চিম বাংলার কৃষক

বুদাখালীতে আবার কৃষক হত্যা

দমননীতির প্রতিরোধ কর

কাকদ্বীপের পর বুধাখালীতে আবার কংগ্রেসী পুলিশের গুলী চালল। গত ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেসী পুলিশের গুলীতে তিনজন কৃষক হত ও দশজন আহত হইয়াছে। কংগ্রেসের কৃষক মজুর রাজ কায়েম করার শয়তানী বুলি এইভাবেই দেশের কৃষক, মজুর, গরীব জনসাধারণের রক্তে বাংলার মাটি লাল করিয়া দেশের সামনে কংগ্রেসী রামরাজত্বের ঘৃণ্য রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অহিংসার ছদ্মবেশ ছাড়িয়া কংগ্রেসী নেতা ও সরকার হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় রক্তের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষমা নাই—পশ্চিম বাংলার কৃষক! যে শক্তির কাছে ক্ষমতা-গর্ব্বিত হিটলারের ফ্যাসিষ্ট নীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, যে শক্তি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের গোলা বারুদ, অগণিত অর্থে পুষ্ট চীনের চীয়াং-কাইসেকের দলকেও প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, তোমরাই সেই শক্তি। বড়া কমলাপুর কাকদ্বীপ, নন্দীগ্রাম কোথাও পুলিশের শত অত্যাচার আর হত্যা এই কৃষকের শক্তিকে হঠাইতে পারে নাই—কিন্তু ইহার প্রতিরোধ চাই—কংগ্রেসী রাজের এই হিংস্র বর্ব্বর আক্রমণ শুরু কর—লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঐক্য শক্তিলইয়া আগাইয়া এস। কৃষক শিশু হত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারীর ক্ষমতা চূর্ণ কর—প্রতিরোধ কর, প্রতিরোধ কর, প্রতিরোধ কর—প্রতিরোধের মধ্য দিয়া জমি, স্বাধীনতার লড়াই সফল কর।

২৫শে ডিসেরর, ১২ই মাঘ সর্বত্র দমননীতি প্রতিরোধ দিবস পালন করিয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোল—

কংগ্রেসী সরকারের বর্ব্বর দমননীতির নমুনা

গত ১০ মাসের মধ্যে কংগ্রেসী সরকার পশ্চিম বাংলার কৃষক ও তাহাদের সংগঠন ও কর্ম্মীদের উপর যে দমননীতি চালাইয়াছে নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা সম্পূর্ণ নয় জিলা হইতে পূর্ণ সংবাদ পাইলে আমরা সম্পূর্ণ বিবরণ দিব।

—কৃষক হত্যা—১৯ জন, গুলীতে আহত প্রায় ৫০ জন (নিহতের মধ্যে ১০ বৎসরের কৃষক বালিকা একজন)।

—গ্রেপ্তারের সংখ্যা—৩ হাজারের অধিক।

কারফিউ—একটি এলাকায় প্রায় ৮০ ঘণ্টা, একসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা কারফিউ জারী থাকে।

—খানাতল্লাসী—প্রতি জিলায় প্রত্যেক জিলা কৃষক সমিতির অফিস তল্লাসী হয়, অনেক অফিস তালাবন্ধ করা

(শেষাংশ ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন জেলায় ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম

বীরভূম

মল্লারপুর ইউনিয়নের কৃষকসভা হইতে ক্ষেতমজুরদের মাহিনা বৃদ্ধির দাবীর উপর সমস্ত ভূমিহীনদের হরতাল ও বয়কটের আহ্বান দেওয়া হয়। তাহার ফলে মল্লারপুর ও কাষ্টগড়া ইউনিয়নের শতকরা ৯৫ জন ক্ষেতমজুর ও কৃষাণ ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কৃষক সমিতির সংগঠন নাই এমন আরো তিনটি ইউনিয়ন এই ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। কৃষাণদের অর্দ্ধেক ভাগ ও ভাগচাষীর তেভাগা দাবী আদায়ের জন্য কৃষকরা অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। মজুররা দুই টাকা রোজ মাহিনা আদায় করিয়াছে। (২৭-১২-৪৮ তারিখের বীরভূমের চিঠি)

মেদিনীপুর

কেশপুর অঞ্চলে পারুলিয়া-উগ্রসণ্ডা-শশাবনী-মোহবনী প্রভৃতি ৫ খানি গ্রামের ক্ষেতমজুররা দুইটাকা মজুরীর দাবীতে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে।

হয় প্রত্যেক কৃষক নেতা, কর্ম্মী ও জঙ্গী কৃষকের বস্তী লুঠ তরাজ, নারী ধর্ষণ, বন্দুকের কুঁদা দিয়া নারীর গর্ভপাত (কাকদ্বীপ চন্দনপিঁড়িতে)।

গোয়ালাদের চর জমি দখলের আন্দোলন

মুর্শিদাবাদ কৃষক সমিতি হইতে জানান হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার ভাঁওতা দিয়া সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা গোয়ালাদের এতদিন ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, এখন গরীব গোয়ালাদের মন হইতে সেই মোহ দ্রুত কাটিয়া যাইতেছে। গোয়ালাদের উপর কংগ্রেসী সরকারের দমন সুরু হইয়াছে। কয়দিন পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম নিজে দলবল সহ গোয়ালাদের প্রায় ৩ শত গরু কাড়িয়া লইতে যায়, ইহাতে গোয়ালারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মন হইতে দ্রুত সাম্প্রদায়িকতার মোহ কাটিতেছে। ইহার ফলে মধ্যমপুর ও ভাবতায় ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

জোতদারী ভাগচাষ সালিশী কমিটী বয়কট কর

ফসল আর জমির উপর দখল রাখ

পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় গত ২৭শে নভেম্বর বর্গাজমির ফসল ভাগের একটী নূতন নীতি এবং ঐ সম্বন্ধে অর্ডিন্যান্স জারী করার কথা প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। উহার কিছু পরে আবার সরকার প্রকাশ করিয়াছে যে, ফসল ভাগের নূতন ব্যবস্থা চালু করার সব ভার সালিশী কমিটির হাতেই দেওয়া হইবে, আইন বা অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজন নাই।

সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ভাগজমীর মোট ফসল হইতে বীজধান বাদ দিয়া বাকী ফসল ও খড় তিনভাগে ভাগ হইবে। উহার এক একভাগ জমির মালিক, ভাগচাষী প্রত্যেকে পাইবেন, বাকী একভাগ হাল, বলদ, সার, ধান বহন খরচ প্রভৃতি বাবদ যাহার যে খরচা তাহাকে তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই সব ভাগাভাগির ব্যাপারের হিসাব নিকাশ, গোলমাল সবই সালিশী কমিটির রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ঘোষণার পরই কৃষকসভা ভাগচাষীকে সতর্ক করিয়া দেয় যে সরকারী ব্যবস্থা ভাগচাষীকে ঠকাইবার একটা ফাঁদ মাত্র। এখন আইন, অর্ডিন্যান্সের ভাঁওতা ছাড়িয়া, সালিশী কমিটির হাতে সব কিছু ভাগাভাগির ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব দেওয়াতে, সরকারের এই ভাঁওতা সহজেই কৃষকের কাছে ধরা পড়িবে।

মহকুমা হাকিম নিজে, তাহার মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি, কংগ্রেস কমিটির দুইজন প্রতিনিধি ও স্থানীয় এম, এল, এ লইয়া এই "মহকুমা ভাগচাষ কণ্ট্রোল কমিটি" যে পুরাপুরি একটি জোতদারের সমর্থক কমিটি হইবে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, গরীব ভাগচাষীদের কোন কথাই এখানে খাটিবে না। গতবারের সালিশী কমিটির তিক্ত অভিজ্ঞতা সকল চাষীরই রহিয়াছে।

কিন্তু এবারের সালিশী কমিটির হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইল। ভাগাভাগির একটা সরকারী নীতির সুযোগে জোতদার ভাগচাষীর প্রত্যেক ভাগের উপরই দাবী তুলিবে। শেষের তিনভাগের সবটাই জোতদার নিজের ভাগে টানিতে চাহিবে। জোতদারী সালিশী কমিটির এক তরফা রায়ে তাহার দাবীই টিকিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মাঠের ধান কোথায় উঠিবে তাহা ঠিক করার ক্ষমতাও এই সালিশী কমিটিকে দেওয়া হইয়াছে ভাগচাষীর নিজ খোলানে ধান উঠাইয়া তাহার ন্যায্য দাবী আদায়ের শেষ অস্ত্রটুকুও এইভাবে কাড়িয়া নিবার ব্যবস্থা হইল। আইন, অর্ডিন্যান্স অপেক্ষা সালিশী কমিটিই ভাগচাষীকে সহজে ঠকাইতে পারিবে বলিয়া এই জোতদারী কমিটিকেই সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের শয়তানী চক্রান্তে আজ ভাগচাষীর বদলে জোতদারের পক্ষে তে-ভাগার ব্যবস্থা হইল, ভাগচাষীর ফসলের একভাগও কাটিবার ব্যবস্থা হইল।

তাহা ছাড়া মাঠের ধানের উপর এই কর্ত্তৃত্ব পাইয়া, ফসল ভাগাভাগীর ফাঁদে ফেলিয়া জোতদার দেশের ভাগচাষীর জীবনের উপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পাইবে। ভাগচাষীকে দিয়া মিথ্যা সর্ত্ত লিখাইয়া, উৎখাতের ভয় প্রভৃতি দ্বারা তাহা অসম্ভব হইবে না। ব্যাপক উৎখাত চলিবে, ভাগচাষীদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসী ব্যবস্থায় ভাগচাষীকে ভূদাসে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে।

একদিকে গুলি, লাঠি, গ্রেপ্তার, কৃষক হত্যা আর একদিকে এই ভাবের ষড়যন্ত্র—এইভাবে বর্ব্বর দমননীতি ও শয়তানী চক্রান্ত দ্বারা কংগ্রেসী সরকার আজ গ্রামের গরীবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে। এই সরকার, জমিদার, জোতদার ও ধনীর বিরুদ্ধে গ্রামের গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষীকে, লড়িয়াই আজ তাহার ন্যায্য দাবী আদায় করিতে হইবে—অন্য কোন পথ নাই।

কাকদ্বীপের শহীদের রক্তে ভিজা ধানের ক্ষেতে এই জমির লড়াই সুরু হইয়াছে। সারা পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, এই শহীদের রক্তের ডাকে আওয়াজ মিলাইয়া সমস্ত গ্রামের গরীব, ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুর জোর কদমে জমি লড়াই চালাও—

— জমি আর ফসল দখলে রাখ
— নিজ খোলানে ধান তোলো
— জোতদারী সালিশী কমিটির ভাওতায় পা দিও না
— ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধি কর, কাজের ঘণ্টা কমাও
— না মানিলে জোতদারের খমারে, মাঠে ধর্ম্মঘট কর
— জোতদার, পুলিশ, সরকারের আক্রমণ প্রতিরোধ কর।
— কৃষক হত্যার জবাব দাও

বুদাখালীতে কংগ্রেসী পুলিশের গুলিতে আবার কৃষক হত্যা

২৫শে জানুয়ারী ১২ই মাঘ মঙ্গলবার "দমননীতি প্রতিরোধ দিবস" পালন কর !

কৃষক হত্যাকারীর জবাব দাও : ফ্যাসিস্ত কংগ্রেসী সরকারের জুলুম প্রতিরোধ কর।

গত ৩০শে ডিসেম্বর বুদাখালীতে কংগ্রেসী পুলিশ আবার গুলি চালাইয়া তিনজন কৃষক হত্যা করিল। বড়া-কমলাপুর ডোঙ্গাজুরা, কাকদ্বীপ চন্দনপিড়ি, আর বুধাখালী, কৃষকের সংগ্রামের এই শক্তিশালী ঘাটগুলিতে গত দশ মাসে ১৯ জন কৃষক কংগ্রেসী পুলিশের হাতে শহীদ হইয়াছেন।

এই দশ মাসে কংগ্রেসী সরকার কৃষক হত্যা, নারীধর্ষণ, লুটতরাজ, পাইকারী গ্রেপ্তার চালাইয়া পুলিশ রাম-রাজত্ব কায়েম করিতে বসিয়াছে। এই ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরদের গুলির কাছে ১০ বছরের কৃষক বালিকা রেহাই পায় নাই, বন্দুকের কুঁদা দিয়া কৃষক-রমনীদের গর্ভপাত পর্য্যন্ত ঘটাইয়াছে। জমিদার, জোতদার, ধনীর পক্ষ লইয়া এই ফ্যাসিস্ত সরকার কৃষকের ন্যায্য দাবী, অধিকার ও তাহার আন্দোলন দমাইবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত পশুর ন্যায় কৃষকের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। কিন্তু, দেশের অগণিত বিক্ষুব্ধ কৃষক, মজুর, গরীব সাধারণের ঐক্য শক্তির কাছে এই ফ্যাসিষ্ট সরকার আর পুলিশের শক্তি অত্যন্ত নগণ্য।

যে গণশক্তির কাছে হিটলার ও তাহার অনুচরবৃন্দের চির সমাধি হইয়াছে, চীনে যে শক্তি মার্কীন সাম্রাজ্যবাদের গোলা, বারুদ, আর অর্থপুষ্ট বিশ্বাস-ঘাতক চিয়াংকাইসেকের দলকে বিধ্বস্ত করিয়া নানকিং-এর পতন অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের সেই কৃষক, মজুর, গরীব সাধারণের ঐক্যবদ্ধ গণশক্তির কাছে জনস্বার্থের শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী সরকারকেও অচিরেই হটিতে হইবে। তাই কৃষক সভা পশ্চিম বাংলার সকল গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর, গ্রামের গরীবকে আহ্বান দিতেছে :—

কংগ্রেসী পুলিশের হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার বন্ধ করার জন্য হাজারে হাজারে কৃষক ঐক্যবদ্ধ হও, জমি, স্বাধীনতার লড়াই জয়যুক্ত করার পথে কংগ্রেসী পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলো।

আওয়াজ তোলো—

—কৃষক হত্যাকারীর ক্ষমা নাই, প্রতিশোধ চাই
—গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর এক সাথে কংগ্রেসী পুলিশের হামলা ঠেকাও
—আত্মরক্ষা কর, প্রতিরোধ কর, প্রতিরোধ কর, হত্যাকারীর জবাব দাও।

পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক ইউনিট ও কর্ম্মীকে উক্ত আওয়াজের ভিত্তিতে বাংলার সর্ব্বত্র আগামী ২৫শে জানু-

(২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন জেলায় ভাগচাষীরা নিজ খামারে ধান তুলিতেছে

মেদিনীপুর (পারুলিয়া)

ধান কাটা চলিতেছে। ভাগচাষীরা ভিন্ন গ্রামের মালিকদের জমির ধান জোতদারের খামারে তোলে নাই। নিজ খামারে ধান আনিতে গেলে জোতদারের দল বাধা দেয়। গত ২৪।১২ তারিখে দুইজন জোতদারের ধান ভাগচাষীরা ৪৪ জন ক্ষেতমজুরকে (৯ জন মহিলা সহ) সঙ্গে লইয়া একসাথে জোর করিয়া ধান তুলিয়া আনিয়াছে। লালঝাণ্ডা লইয়া কৃষকসভার শ্লোগান দিতে দিতে তাহারা ধান তুলিয়া আনিয়াছে।

কেশপুর থানায়

কেশপুর থানায় ৩ ও ৪ নং ইউনিয়নের ভাগচাষীরা নিজ খামারে জোর করিয়া ধান তুলিতেছে। জোতদারদের বাধা সত্ত্বেও তাহারা দল বাঁধিয়া ধান আনিতেছে। ৬নং ইউনিয়নে কংগ্রেসের ঘাঁটী—এখানে তাহারা চাষের তেহাত খামারে ধান তুলিয়াছে।

বীরভূম

দেরিয়াপুর ইউনিয়নের সাঁওতালরা জমিদারের খামারে ধান না তুলিয়া নিজ খামারে তুলিতেছে।

২৪ পরগণা

কাকদ্বীপ অঞ্চল ছাড়া লয়ালগঞ্জ, চন্দ্রনগর, রাধানগর, দুর্গাপুর, দেবনগর, ছেনিয়া ও বুধাখালির চাষীরাও সহস্রাধিক বিঘার ধান নিজ খামারে তুলিয়াছে। ১৪৪ ধারার জমির ধান এবং বুধাখালি ও লয়ালগঞ্জে ধানকাটা শুরু হইয়াছে। ৪।৫ দিনের ভিতর চন্দনপিড়ির মেয়েরাই জোট বাঁধিয়া ধান কাটিতে নামিবেন স্থির হইয়াছে। ইহার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে সমিতির পরিধি বাড়িয়াছে এবং তাহারাও নিজ খামারে ধান আনিয়াছে।

২৪ পরগণার মৌজা দঃ চন্দ্রনগরে ২৭।২৮শে ডিসেম্বর দুইদিনে ৩০ ঘরের ধান নিজ খামারে উঠান হইয়াছে। রাধানগর মৌজাতেও নিজ খামারে ধান উঠিতেছে। রাজনগরে কংগ্রেসী ও জমিদার গুণ্ডাদের হটাইয়া ধান নিজ খামারে তোলা হইয়াছে।

* * *

লয়ালগঞ্জে নিজ খামারে ধান উঠিতেছিল—হঠাৎ ১২জন নেতৃস্থানীয় কৃষককর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করার ফলে ভলাণ্টিয়ার সংগঠনে দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে।

ধৃত কৃষকদের সারা রাত্রি ঠাণ্ডায় দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল। সিপাহী ভাইরা নিজেদের গরম কম্বল ও ওভার কোট দিয়া কৃষদের সাহায্য করে—দারোগাবাবুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই আবার তাহারা কম্বল ইত্যাদি ধৃত কৃষকদের কাছ হইতে লইয়া লয়। সেখানে ধান তোলা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

(৩য় কলমের শেষাংশ)

য়ারী ১২ই মাঘ মঙ্গলবার "দমন-নীতি প্রতিরোধ দিবস" পালনের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। মফঃস্বলের সহরে ও গ্রামে সমস্ত গণতান্ত্রিক জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া সভা, মিছিল, পোষ্টার, প্রচার পত্র মারফৎ এই দিবস সফল করিয়া তুলিতে হইবে। নিপীড়িত কৃষকের জন্য ব্যাপকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই অর্থ ও দিবস পালনের রিপোর্ট প্রাদেশিক কেন্দ্রে দেরী না করিয়া পাঠাইতে হইবে। কৃষক কর্ম্মীদের একথা আজ পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে কেবল সভা সমিতি নয়, বাস্তবে প্রতিরোধ করিয়াই এই ফ্যাসিষ্ট দমন নীতির জবাব দিতে হইবে—সভা সমিতির সার্থকতা ততটাই, যতটা এ কাজের সহায়ক হইবে।

পশ্চিম বঙ্গ কৃষক সভা।

২৪ পরগণায় গ্রামে গ্রামে কৃষকের লালফৌজ গঠন

রাধানগর মৌজায় জোতদাররা চাষীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল। ৩০০ শত টাকা দিয়া ১ দিনের জন্য দশজন পুলিশ লইয়া মৌজার উত্তর পার্শ্বে মাধবদাসের ঘেরী হইতে লাটদারের কাছারী পর্য্যন্ত ঘুরায়। গুণ্ডার দলকে সশস্ত্র সাজে সাজাইয়া ২ জন কৃষক সমিতির চাষীকে বাঁধে ও মার দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হয়। ভলাণ্টিয়াররা সমবেত হয়। যে ৩ জন চাষী গুণ্ডার হাতে ধরা পড়ে তাহাদের ছাড়াইয়া আনা হয়। এই বিবরণ সারা মৌজায় ছড়াইয়া পড়ায় সমস্ত কৃষক এইভাবে গুণ্ডার দ্বারা মারামারি সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। একদিন ১৫০ জন কৃষকের একটী সভায় ১৭ জন যুবক লালঝাণ্ডা ছুঁইয়া শপথ করিয়া বলে—"কৃষক সমিতির শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করিলাম। আমরা আজ হইতে লালফৌজে নাম লিখাইলাম।

মৌজায় সমস্ত কৃষক এই খবর পাইয়া প্রতিজ্ঞা লইয়াছে দেহে এক বিন্দুও রক্ত থাকা পর্য্যন্ত তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবে এবং সমস্ত লালফৌজের রসদ জোগাইবে।

ইতিমধ্যে ১২ জন লালফৌজ সংসার ত্যাগ করিয়া শিবিরে আসার জন্য প্রস্তুত। তাহারা শিবিরে আসিয়া সংগ্রাম শিক্ষা করিবে। সারা মৌজায় ঘুরিয়া লালফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তাহারা প্রস্তাব লইয়াছে।

——

আপোষ নাই—সংগ্রামের পথে এগিয়ে চল

সারা বাংলায় ধান কাটার সাথে সাথে এবারকার ফসলের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। ২৪ পরগণার চন্দনপিড়ি বুধাখালিতে গুলি চলিয়াছে, মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণাতে হাজার হাজার ক্ষেতমজুর মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এবারকার লড়াইয়ে গ্রামের দিনমজুর, গরীব কৃষক ও ভাগচাষীর এই একতা কৃষক আন্দোলনে নূতন বিপ্লবী সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রতি বৎসরই ধান পাকিবার সাথে সাথে বাংলার গরীব চাষীর মনে সংগ্রামের কি বিরাট প্রতিজ্ঞা জ্বলিয়া উঠে! মাঠে মাঠে গর্জ্জন শোনা যায়—"জমির মালিক কে—যে চাষ করে সে"। লক্ষ লক্ষ চাষীর এই বিদ্রোহ দমাইবার জন্য সরকার, জোতদার-জমিদারের পুলিশ ও মিলিটারীর গুলি চলে, কৃষকের রক্তে বন্যা বয়। তারই ফাঁকে পাকা ধান জোতদার-জমিদারের ঘরে যায়। তবুও কৃষক প্রতিরোধ করে, যেমন ও' বছর হইয়াছিল।

জমিদার-জোতদারের সেদিন আর ফিরিবে না, যেদিন তাহারা শুধু হুমকি দিয়া ফসল ঘরে তুলিয়াছে। আজ প্রতিটি ক্ষেতে, খামারে তাহাদের জন্য গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুরের সংগ্রামের মরণপণ প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে। মাঠে পাকা ফসলের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া শোষক, পরগাছা আর তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবি কৃষকের এই লড়াই সেদিন শেষ হইবে যেদিন গ্রামের ক্ষেতমজুর আর চাষী হইবে জমির মালিক। হাজার অত্যাচার আর গুলিতেও ফসল আর জমির এই লড়াইয়ের শেষ নাই। সমাজের এই শোষণ ব্যবস্থা এবং শোষকগুষ্টির এই সরকারের ধ্বংসের মধ্যেই শুধু লড়াইয়ের শেষ হইবে।

মজুরের লড়াই—

এই একই ধনিক সরকার আর কলকারখানার মালিকদের বিরুদ্ধেও আজ সারা দেশ জুড়িয়া মজুরেরা লড়াই সুরু করিয়াছে।

আলমবাজার পাটকলের ৫ হাজার, ভারতীয় লোহা-কারখানার ৪ হাজার আর কলিকাতার ট্রামের ৮ হাজার মজুরের লড়াই শোষকশ্রেণী ও তাহার সরকারের বিরুদ্ধে নূতন সংগ্রামের পথের সন্ধান দিয়াছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় লড়াই আসিতেছে রেলে, পোষ্টাফিসে আর জাহাজের ডকের, ১০।১২ লাখ মজুরের দাবী আদায়ের জন্য এই শ্রমিক ভাইদের সমিতি বলিয়াছে—বড় লোকে হাজার হাজার টাকা মাহিনা পাইবে, আর আমরা না খাইয়া মরিব—এ কিছুতেই হইতে পারে না। আমাদের বাঁচিবার মত মাহিনা চাই; চাল, ডাল, তেল, নুন সস্তায় দিবার ব্যবস্থা চাই। মাঘ মাসের মধ্যে দাবী না মিটাইলে আমরা ধর্ম্মঘট করিব। এই ১০।১২ লাখ মজুরের লড়াই সুরু করিলে রেলগাড়ী বন্ধ হইবে, পোষ্টাফিসের দরজা আর খুলিবে না, জাহাজগুলি বন্দরে পড়িয়া থাকিবে, বড় বড় ব্যবসায়ীদের মাল জাহাজঘাটে পচিবে, ধনিক সরকার অচল হইবে।

আর ইহার সাথে যদি ভাগচাষী তে-ভাগার দাবী লইয়া ফসল দখল করে, দিনমজুরেরা জোতদার-জমিদার আর ধনী কৃষকের ক্ষেতে-খামারে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করে, আর সব কৃষকে মিলিয়া জমি দখলের লড়াই সুরু করে, তবে এ সরকারের দিন ঘনাইয়া আসিবে।

এই বিপদের অপেক্ষায় কংগ্রেসী ধনিক সরকারের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা একই সাথে দুইটি কৌশল খাটাইতেছে। একদিকে সরাসরি দালালদের মারফৎ নানাপ্রকার ভাঁওতা ও মিথ্যা আশ্বাস দিয়া লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে বর্ব্বর দমননীতি চালাইয়া আন্দোলন দমন করিতেছে।

কৃষক, মজুরের বিভেদকারীদের চিনিয়া রাখ—

রেল মজুরদের মধ্যে "কংগ্রেসের জাতীয় মজুর সমিতি "হিন্দু মজুর পঞ্চায়েৎ" প্রভৃতি নাম দিয়া ভূয়া সমিতি গড়িয়া" সংগ্রামী মজুরদের মধ্যে ধোঁকা সৃষ্টি করিতেছে। কৃষকদের মধ্যে "ধান্যচাষী সম্মেলন", এমন কি কৃষক সভার নাম লইয়াও কৃষকের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। এই সব জমিদার, জোতদার সরকারের দালালরা নানা মিথ্যা আশ্বাস দেয়, জুলুমের ভয় দেখায়, পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া আন্দোলনকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাগচাষ সালিশী কমিটি করিয়াও ভাগচাষীকে তে-ভাগার দিবার ভাঁওতা দিতেছে। সমস্ত ফসল ও উহার ভাগ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব জোতদারী কমিটির হাতে দেওয়ায় তে-ভাগা কাহার হইবে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মহকুমা হাকিম নিজে এই কমিটির লোক মনোনীত করিবেন—সুতরাং এই কমিটি ভাগচাষীকে তাহার প্রায় সব ফসলই ছাড়িয়া দিয়া খালি হাতে ফিরিতে বাধ্য করিবে—ইহাই সরকারের নূতন ব্যবস্থার শয়তানী ফাঁদ।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষক সভার ইউনিটগুলির প্রতি—

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার সর্ব্বত্র "দমননীতি প্রতিরোধ দিবস" পালন কর—

— সভা সমিতি, পোষ্টার, প্রচার-পত্র মারফৎ কংগ্রেসী সরকারের হিংস্র দমননীতি বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোল।

— নিপীড়িত কৃষকদের জন্য অর্থ সংগ্রহ কর।

নন্দীগ্রামের চাষীর প্রতি আবেদন

২৪ পরগণা জেলার লয়ালগঞ্জ নারায়ণীতলার একসংবাদে প্রকাশ যে, জোতদার দ্বারিক সামন্ত প্রায় ২০।২২ জন চাষীকে নন্দীগ্রাম (মেদিনীপুর) থানা হইতে আনাইয়া ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত করে। স্থানীয় কৃষক সমিতি হইতে তাহাদের আবেদন জানান হয়—"চাষী হয়ে চাষীর মাথায় লাঠি মেরো না"। তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। নন্দীগ্রামের কৃষক সমিতির কাছে আমাদের আবেদন—তাঁহারা ওদিক হইতে কোন চাষীকে এদিককার চাষীর লড়াই ভাঙ্গিবার জন্য আসিতে দিবেন না; তাঁহারা যেন জোতদারের প্রলোভনে কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যান।

—লয়ালগঞ্জ কৃষক সমিতি

কৃষক সভার সংবাদ

সমিতির সভ্য সংগ্রহ

চন্দ্রকোণা থানায় ক্ষেতমজুর সমিতিতে এক হাজার জন সভ্য তালিকা ভুক্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০০ জন মহিলা আছেন।

* * *

বড়া কমলপুরে কৃষক সমিতিতে চার শত জন মহিলা সভ্য হইয়াছেন।

দমদম জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট

আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে কংগ্রেসী সরকার রাজবন্দীর অধিকার মানিতে অস্বীকার করায় এবং কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দমদম জেলের প্রায় ১৫০ এবং প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দীরা আগামী ২৩শে জানুয়ারী হইতে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন। এই বন্দীদের মধ্যে সারা ভারত কিসান সভার নেতা এবং পশ্চিম বাংলা কৃষক সভার সভাপতি কমরেড মুজফ্‌ফর আহম্মদ অন্যতম। ধর্ম্মঘটের সহানুভূতি জানাইবার [illegible] এবং কংগ্রেসী সরকারের নিরাপত্তা বন্দীর অধিকার মানিতে বাধ্য করার জন্য সমস্ত কৃষক শ্রেণীকে আন্দোলন চালাইবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

ধর্ম্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

গত ২৫শে-২৬শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে পশ্চিম বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে। সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্ত হইতেছে—প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল-দাবীগুলি সরকার ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের ঘোষণা না করিলে ১লা মার্চ্চ সারা প্রদেশে একদিনের প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট করা হইবে। সম্মেলনে উপস্থিত দেড় হাজার প্রতিনিধির ভিতর মাত্র তিন চারজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহিতোষ বাবুও ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন। আলোচনার পর ধর্ম্মঘটের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রতি জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির সহযোগিতায় তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা তাঁহাদের সংগঠন ও ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতির সংবাদ "কৃষক সভার প্রচার পত্রে" পাঠাইবেন। ইহার মারফৎ বিভিন্ন জেলার শিক্ষকরা পরস্পরের ভিতর যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারিবেন।

জেলায় জেলায় কৃষক সমিতির বই

বহু জেলা কৃষকদের সমস্যা ও তাহার সমাধান এবং কৃষক লড়াইএর বিবরণ দিয়া ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনারা বিভিন্ন জেলার সমস্যা ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এই বইগুলি ক্রয় করুন। আমরা এবার ৩টী বইয়ের নাম দিতেছি:—

১। জমির লড়াইয়ে কোচবিহারের কৃষক—/০ আনা

২। বীরভূম কৃষক সভার আহ্বান—/০ আনা

৩। পূর্ব্ব পাকিস্তানে জমি ও ফসলের লড়াই—৵০ আনা

কৃষক সভার সাংগঠনিক নির্দ্দেশ

(১) নিখিল ভারত কিষাণ সভার গঠনতন্ত্র অনুসারে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের কৃষক সভার প্রাথমিক সভ্য সংগ্রহের শেষ তারিখ। সুতরাং অবিলম্বে প্রাদেশিক কেন্দ্রে প্রতি জিলায় কত সভ্য সংগ্রহ হইল তাহা জানান।

এবার সভ্য সংগ্রহে অত্যন্ত গাফিলতি হইয়াছে। বার বার স্মরণ করানো সত্ত্বেও জিলা বা প্রাথমিক সমিতিগুলি এখনও যে এই সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। প্রচার পত্রের ১ম সংখ্যায় এই সম্বন্ধে জিলা ও প্রাথমিক সমিতিগুলির সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইয়াছে। কিন্তু তার জন্য তারিখ শেষ হইল বলিয়া চুপ করিয়া না থাকিয়া সভ্য সংগ্রহ জোরে চালান, পূর্ব্বের ভুল দুর্ব্বলতা দূর করুন। প্রাদেশিক সভার নির্দ্দেশ মত সভ্য সংগ্রহের সংবাদ ও কোটা প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাঠান।

(২) জিলার ক্ষেতমজুর সংগঠন, উহার সভ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রত্যেক জিলা ও প্রাথমিক সমিতি পৃথক একটি রিপোর্ট পাঠান।

(৩) প্রাদেশিক কৃষক সভার দুইটী পোষ্টার বাহির হইয়াছে। প্রতি গ্রামে তাহা লাগাইয়া দিন।

(৪) স্থানীয় কৃষক ও কর্ম্মীদের চিঠিপত্র

প্রত্যেক অঞ্চল হইতে "কৃষক সভার প্রচার পত্রের" জন্য চিঠিপত্র ও সংবাদ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে। জেলা কিষাণ কেন্দ্রের মারফৎ আমাদের নিকট এই ধরণের চিঠিপত্র পাঠাইবেন।

—সঃ পঃ বঃ কৃষক সভার প্রচার পত্র

ভুল সংশোধন

অনিবার্য্য কারণে ১ম সংখ্যার প্রচার পত্রে কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে মারাত্মক ভুলগুলিই নিম্নে সংশোধন করা হইল—

১ম পৃষ্ঠায়—"শহীদের স্মৃতির স্মরণে" স্থানে মাঝের শব্দ "স্মৃতির" বাদ যাইবে।

১ম পৃষ্ঠা—"উচ্ছেদের জন্য জমির লড়াই সুরু কর" এই লিখাটির ৩য় প্যারার ৫ লাইনের শেষ শব্দ "উচ্ছেদ" স্থানে "উচ্ছেদেও" হইবে। ২য় পৃষ্ঠা ৩য় কলমের ৩২ লাইন "নিজ খোলানে টান তোলো" "টান" স্থানে "ধান" হইবে। ৪ পৃষ্ঠা—২য় কলমের ষষ্ঠ প্যারার শেষ শব্দ 'বলিল" স্থানে "দলিল" হইবে, আর অষ্টম প্যারার ৫ লাইনে "বিক্রি হইতেছে" ইহার পর "না" শব্দ বসিবে।

বিভিন্ন জেলার কৃষক সমিতির বিবৃতি

বড়াকমলাপুর কৃষক সমিতির মহিলা শাখার বিবৃতি

একবছর পূর্ব্বে আমরা ছিলাম চাষীর ঘরের ঘোমটা দেওয়া মেয়ে। আজ আমাদের কৃষক মহিলা সমিতিতে ৪০০ সভ্যা। আমরা দল বেঁধেছি আমাদের ঘর সংসার বাঁচাতে, স্বামী পুত্র রক্ষা করতে। আমরা খেয়ে পরে সুখে সংসার করতে চাই। শয়তানের অত্যাচার চলেছে কাকদ্বীপে, মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার আমরা সহ্য করব না। শহীদ ছেলেমেয়েদের রক্ত ছুঁয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি আর একটি জীবনও বৃথা নষ্ট হতে দেব না। শত্রুর কাছে মাথা নোয়াব না। আমাদের আওয়াজ : সংগ্রাম। আমাদের দাবী জমি চাই, খাদ্য চাই ; বাঁচবার মত মজুরী চাই ; ছেলে মেয়েদের শিক্ষা চাই ; মেয়েদের সকল রকম অধিকার চাই ; অনাচার অত্যাচার বন্ধ করা চাই ; শান্তি ও স্বাধীনতা চাই।

হুগলী কৃষক সমিতির
মহিলা সাব কমিটি
১০ই পৌষ

বীরভূম জেলা ক্ষেতমজুর সমিতির আবেদন

"বীরভূমের জনসংখ্যার সত্তর জনের বেশী আমরা। আবাদী জমির ৯৫ ভাগই আমাদের মেহনতে চাষ হয়। বছরের পর বছর আমরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া রৌদ্র বৃষ্টিতে শরীরের রক্ত জল করিয়া চাষবাস করিয়া বছর শেষে মালিকের ঘরে ধানের গোলা ভর্ত্তি করিয়া আসিয়াছি। * * এবার হইতে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মালিকের গোলা ভর্ত্তি করিব না। আমরা ক্ষেতমজুররা নিজেদের জন্য মজুরী-বৃদ্ধির দাবী করিতেছি ; ভাগচাষীদের তে-ভাগা করার জন্য চাষীর নিজ খামারে ধান তুলিবার সংগ্রাম করিব ; মালিককে তাহার খুসী মত ধান ভাগ করিতে

মধ্যবিত্ত আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের লড়াই আপনাদেরও রুজীরোজগার এবং মুক্তির লড়াই। আর সব জেলার কৃষকরাও একই সাথে লড়াই সুরু করুন।"

—বীরভূম জেলা ক্ষেঃ মঃ সমিতি

জঙ্গল আন্দোলন

জঙ্গলের অত্যাচার প্রতিরোধ কর

মেদিনীপুর জিলায় পশ্চিম থেকে সুরু করে উত্তর পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটাই জঙ্গল এলাকা। ঝাড়গ্রাম, বীনপুর, শালবনী, কেশপুর, চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা থানা এই এলাকায় পড়ে। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ সাঁওতাল মাহাতো, বাউড়ী, কুর্ম্মী ও বাগ্দী। এঁদের জীবিকা ডাঙ্গা জমি ও জঙ্গলের উপরই নির্ভর করে। এইসব ডাঙ্গা জমি প্রথম অবস্থায় জমায় বন্দোবস্ত হয় ; তারপর জমির অবস্থা যতই ভাল হয় খাজনা ততই বাড়িতে থাকে। শেষে এই জমি ভাগে কিম্বা সাঁজায় বিলি হয়। এটা উঠবন্দী স্বত্ব বলিয়া পরিচিত। বিঘা প্রতি ৩।৪ মণের বেশী ফসল হয় না। বর্ত্তমানে আবার নূতন ভাবে সমস্ত জমি জরিপ হইতেছে। যার ২॥০ বিঘা জমি ছিল তার জমিটা ৫ বিঘায় দাঁড়াইতেছে এবং সেই হিসাবে জমা ও খাজনা বাড়িতেছে। ৪।৫ বিঘা জমি থাকিলেও এখানকার মানুষের একমাত্র ভরসা মজুরী। পুরুষ ও মেয়ে সবাই মজুর খাটে। এক এক মালিকের হাজার বিঘা থেকে লাখ বিঘা পর্য্যন্ত জমি আছে। মালিকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এরা প্রথমে শালকাঠের ব্যবসা করার জন্য জঙ্গল বন্দোবস্ত লইয়াছিল। বর্ত্তমানে শুধু কাঠ নয়, পাতা, ফল এবং জঙ্গলে প্রবেশ সবই ইহাদের একচেটিয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পাতা ছেঁড়াও বে-আইনী। জঙ্গলে গাছের ফল পাড়িয়া খাওয়া বে-আইনী। গরু মহিষ চরাইবার জন্য জঙ্গলে ঢোকা বে-আইনী, ঢুকিলেই খোঁয়াড় আছে ॥৵০ ৬০ দিয়া গরু ছাড়াইতে হইবে। আকাঠ কাটা ও কাঁটা তোলা বে-আইনী। লাঙ্গলের ঈষ ও মুড়া পাওয়ার অধিকার ছিল, তাও কিছুদিন হইল বন্ধ করা হইয়াছে।

কুচবিহার রাজ্য কৃষক সমিতির বিবৃতি

"হিতসভা, কংগ্রেস কেহই কৃষকের জমির লড়াই-এ সাহায্য করিবে না—বরং বাধা দিতেছে। একতার জোরে কৃষককে জমি দখল করিতে হইবে। মাত্র ৫১টি পরিবার ছলে বলে কলে কৌশলে আমাদের মুখের ভাত ও চোখের ঘুম কাড়িয়া লইতেছে। আমরা ৭ লক্ষ প্রজা। আমাদের বিপ্লবী একতা ঐ ৫১টি পরিবারকে ভাসাইয়া দিবে। তাহারা দেশী ভাটিয়া হিন্দু মুসলমান ধুয়া তুলিয়া আমাদের গরীবদের একতায় ফাটল ধরাইতে চায়। তাহারা আমাদের শত্রু। কৃষকদের এইসব শত্রুকে চিনিয়া রাখ।"

"কুচবিহারের চাষী, মজুর, কৃষি মজুর, ছাত্র, নিম্ন, মধ্যবিত্ত জনসাধারণ এক হও। গ্রামে গ্রামে সমিতি কর। পুলিস জুলুম ব্যর্থ কর। জমি দখল কর। আসামে না পশ্চিমবঙ্গে—এই তর্কের ফাঁদে না পড়িয়া জমি দখল ও জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লড়াই কর।"

কৃষক সম্মেলন

মেদিনীপুর জেলা কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

১৪৪ ধারা জারী করিয়া কংগ্রেসী সরকার ভাবিয়াছিল কৃষকদের সম্মেলন পণ্ড করিলাম। কিন্তু বীর কৃষকদের দমান গেল না। তাহারা স্থির করিল—"ধনী, জোতদার, জমিদার, দালাল কংগ্রেসী শত্রুরা সম্মেলনের স্থানটি অপবিত্র করিয়া দিয়াছে, অতএব ৩ মাইল দূরে জোতগোবিন্দ গ্রামে সম্মেলন করিতে হইবে।" সম্মেলন এই অনুসারে ঠিকই হইল এবং পার্শ্ববর্ত্তী আরো দুইটি স্থানে তাহারা মিটীং করিল। লালঝাণ্ডা উড়াইয়া বিরাট জয়ধ্বনির ভিতর তাহারা ১১টি প্রস্তাব গ্রহণ করিল।

১। বৃটিশের অধীনে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস চাই না, কৃষক মজুর ও মধ্যবিত্তের পূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম কর।
২। এই ফসলেই তে-ভাগা কায়েম কর।
৩। টাকার খাজনা ছাড়া ধানের খাজনা নাই।
৪। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর। চাষ করে যে জমির মালিক সে।
৫। ২৫ একরের বেশী জমি বাজেয়াপ্ত কর।

এইভাবে মালিকরা জঙ্গলের সমস্ত জিনিষের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সব বিষয়ে একেবারে বঞ্চিত—তারা সর্ব্বহারা। নানা অজুহাতে মালিকের কর্ম্মচারী ও দালালরা স্থানীয় অধিবাসীদের পশুর মত ব্যবহার করে, নিদারুণ অত্যাচার চালায়।

আশু সিংএর জঙ্গলে প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু হয়। ২৭টী গ্রাম এই জঙ্গলকে ঘিরিয়া আছে। তার ভিতর ১৩টী গ্রামে কৃষক সভার সংগঠন আছে। গ্রামগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি জঙ্গল-সংগ্রাম-কমিটি গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম হইতে ৩০।৪০ জন করিয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরদিন এক ডাঙ্গা হইতে শাঁক বাজে। অনেক পুরুষ ও মেয়ে আসিয়া হাজির হইয়া শ্লোগান দিতে দিতে জঙ্গলে ঢুকে। বাহিরে ৭।৮ জন পাহারা দিবার জন্য রহিল। ঘণ্টা দুই পরে বাহির হইতে আবার শাঁক বাজে। সবাই বাহির হইয়া আসিল কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া। একজন কংগ্রেসী আসিয়া বলে, তোরা লুঠ করতে এসেছিলি মালিকের নগদী আমলা 'লুঠ হয়েছে কিনা' পরীক্ষা করিতে আসে। এইভাবে কাঠ কাটার সংবাদ ছড়াইয়া পড়ায় দশ মাইল দূরের গ্রামের লোকেরাও এই কায়দা গ্রহণ করিল। দারোগা আসিল। সব লোক স্থানীয় অধিবাসীদের এই কাজে সমর্থন জানাইল, ফলে দারোগা পুলিশে কিছুই করিতে পারিল না। সমগ্রভাবে নিশুদ্ধ একটা এলাকায় এক বিরাট ওলটপালট হইয়া গেল। জড়তা কাটিয়া সজীবতা আসিতে সুরু করিল। সাঁওতালরাও আসিয়া যোগ দিয়াছে।

৬। সস্তায় জিনিষের জন্য কল কারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর।
৭। ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরী চাই—৭ ঘণ্টার বেশী খাটুনী নাই।
৮। শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধি কর। ছাত্রদের বেতন-বৃদ্ধি করা চলিবে না।
৯। বাস্তহারাদের জন্য খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা চাই—বাসের জন্য জমি চাই।
১০। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই—সভা সমিতির অবাধ অধিকার চাই—১৪৪ ধারা তুলিয়া লও—গ্রাম হইতে পুলিস উঠাও।
১১। খাজনা বৃদ্ধি, চৌকিদারী ট্যাক্স বৃদ্ধি করা চলিবে না।

চীনে লালফৌজের জয়ে অভিনন্দন

হুগলীর বড়া ইউনিয়নের কৃষক ও স্থানীয় জনসাধারণের এক সভায় চীনে ইংরাজ আমেরিকার দালাল চিয়াংশেক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লালফৌজের জয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভায় সমস্ত কৃষক দেশের জমিদারী উচ্ছেদের জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, জমিদার-জোতদার, ধনীর বিরুদ্ধে চীনের লালফৌজের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

সংগ্রামী কৃষকদের জন্য রিলিফ চাই

ঔষধ, ডাক্তার, বস্ত্র, খাদ্য ও অর্থ চাই

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ধানের লড়াই চলিতেছে। বহু অঞ্চলে কংগ্রেসী সরকার, জমিদার, গুণ্ডা পুলিশের অত্যাচারে কৃষকদের ঘর-বাড়ী, জান-মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশে যে দুই একটি জনসাধারণের প্রকৃত রিলিফ প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা যথাসাধ্য রিলিফ দিতেছেন।

বিভিন্ন জেলায় প্রায় পাঁচশত কৃষকের বিরুদ্ধে হত্যা, লুঠ, চুরি, ডাকাতি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ প্রভৃতি মিথ্যা অভিযোগে মামলা চালান হইতেছে। যেসব উকিল-মোক্তার জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। কৃষক ও কৃষককর্ম্মীরা যখন সংগ্রামের ময়দানে মহড়ায় নিযুক্ত তখন এইসব দরদী উকিল, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রভৃতি পূর্ণ স্বাধীনতাকামী মানুষকে নিজেদের উদ্যোগে কৃষকদের পাশে দাঁড়াইয়া নানাভাবে সাহায্য করিতে হইবে। রিলিফের অর্থ প্রভৃতি কৃঃ সভার প্রাঃ কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে।

আপোষ নাই—সংগ্রামের পথে এগিয়ে চল

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং এই সরকারের উপর এককণাও বিশ্বাস রাখিলে চলিবে না, মোহমুক্ত হইয়া জোতদার-জমিদার আর কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হইল বাঁচার একমাত্র পথ। আপোষহীন সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়া ক্ষেতমজুরের দাবীকে সকল কৃষকের দাবীর সহিত এক করিয়া যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তবেই কৃষক আন্দোলন শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামে তাহার বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে।

এখনকার কাজ—

শুধু কৃষক আন্দোলনের এলাকার মধ্যে নয়, এখনই সারা প্রদেশে এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচার দরকার :—

ধনী কৃষকের শত্রুতা এবং মাঝারি কৃষকের দোমনাভাবের কথাও সমস্ত কৃষককে জানাইতে হইবে। একমাত্র ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মাঝারী কৃষকের দোমনাভাব কাটিতে পারে।

ব্যাপক ভিত্তিতে সভা, সংগ্রামের জন্য ভলাণ্টিয়ার করা, গ্রাম কমিটি করা, এইগুলির এই মূহুর্ত্তের কাজ। কৃষকের জমি ও ফসলের লড়াই তখনই সফল হইবে যখন ক্ষেতমজুররা এই লড়াইয়ের অগ্রণী ভূমিকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। কৃষি বিপ্লবের এই দায়িত্ব বুঝিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস লইয়া আগাইয়া চল—জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

হারাণ দাস কর্ত্তৃক ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও বিদ্যাপীঠ প্রেস, খুলনা হইতে মুদ্রিত।